তোমার ভাষা....

আমাদের সন্তানেরা যখন ছোট থাকে তখন ভাবি ও কখন বড় হবে? কবে হাটতে শিখবে? ওরা এক সময় হামাগুড়ি ছেড়ে হাটতে শিখে । তখন ভাবি, 'এই তো আর কয়দিন। স্কুলে যাওয়া শুরু হলে আমাদের আর ওকে চোখে চোখে রাখতে হবে না' । সন্তানদের স্কুলের ভিতরে দিয়ে বাইরে বসে থাকি আর ভাবি, 'এই তো হাইস্কুলে গেলে আর কোন টেনশান থাকবে না' । আমরা কি আসলেই টেনশান মুক্ত হতে পারি? সন্তান বড় হয় প্রাইমারী স্কুল ছেড়ে হাইস্কুলে যায়। হাইস্কুল ছেড়ে ইউনিভারসিটিতে গেলেও আমাদের দু:শ্চিন্তা আর উদ্বেগে শেষ হয় না। এই যে যাদের নিয়ে এত চিন্তা আর দু:শ্চিন্তা তাদের ভাষা আমরা কতটুকু বুঝি? এই প্রশ্নটি আমার ভাবীকে করতেই লম্বা উত্তর পেলাম। 'ওদের বুঝি না মানে? ওদের পেটে ধরেছি না ? ওদের নাড়ি নক্ষত্র বুঝি' । আমি পাল্টা প্রশ্ন করি, 'ওদের মনের খবর কতটুকু জানেন' ? ভাবী রান্না বন্ধ করে আমাকে বোঝানো শুরু করে, 'শোন আমি হচ্ছি ওদের সবচেয়ে বড় বন্ধু। আমরা বন্ধুর মত কথা বলি। ওরা সব কিছু আমাকে বলে' । আমি নরম সুরে জিজ্ঞেস করি, 'ওরা সব কিছু কি আপনাকে বলে' ? ভাবীর ঐ একই উত্তর, 'সব বলে। আমি তো শুধু ওদের মা নই- আমি ওদের বন্ধু' । কথাটা আমার কাছে খটকা লাগে। আমি ভাবী কে ছোটখাটো একটা পরীক্ষায় ফেলে দেই। বলি,'ধরুন আপনার ছেলে স্কুল ফাঁকি দিয়ে সিনেমা দেখার জন্য ওর এক বন্ধুকে অনুরোধ করল। ওর বন্ধু কি ওর সাথে সিনেমা দেখতে যাবে' ? ভাবী একটু চিন্তা করে বললো, 'যেতেও পারে' । এবার আসল প্রশ্নটি করলাম,'আপনার ছেলে যদি স্কুল ফাঁকি দিয়ে আপনাকে সিনেমা দেখতে যেতে বলে আপনি যাবেন' ? ভাবী বিরক্ত হলো, 'পাগল নাকি ? ও স্কুল ফাঁকি দিয়ে সিনেমা দেখতে যাবে আর আমি ওর সাথে গিয়ে ওকে সাপোর্ট দিব? এটা একটা কথা হলো' ? আমি বললাম, 'ঠিক বলেছেন ভাবী । এটা কোন কথাই হলো না। ওর বন্ধুরা যেটা করতে পারে আপনি সেটা করতে পারেন না। কারন আপনি চেষ্টা করলেও আপনার সন্তানের বন্ধু হতে পারবেন না এবং এই চেষ্টাটি করাও উচিত নয়' । ভাবী ততক্ষনে বেশ উত্তেজিত হয়ে গ্যাছে। আমি বলি, 'ভেবে দেখুন এক জন ১৩- ১৪ বছরের ছেলে মেয়ে তার বন্ধু হিসেবে তার বয়সী কাউকে বেশী পচ্ছন্দ করবে । যার সাথে সে তার বেড়ে উঠার আনন্দ কৌতুহল নিয়ে কথা বলবে। একজন ৩০ বছরের মানুষ শত চেষ্টা করলেও ১৪ বছরের কিশোর কিশোরীর বেষ্ট ফ্রেন্ড হতে পারবে না। এটা বয়সের কারনেই সম্ভব নয়। অতএব উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েদের তাদের মত করে বেড়ে উঠতে দেবার কারনে হলেও আমাদের ঐ বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে তাদের বিরক্ত করার কোন কারন নেই' ।

ভাবী আমার কথাটি পচ্ছন্দ করেন নি। বাবা মা হিসাবে এই সত্যটি মেনে নেওয়া বেশ কষ্টকর। 'তার মানে কি ওরা একটু বড় হলে ওদের খোদার নামে ছেড়ে দিব? ওদের কোন বিষয়েই কোন খোঁজ নিব না' ? আমি ভাবী কে শান্ত করার চেষ্টা করি, 'তা কেন? আমরা অবশ্যই আমাদের সন্তানদের খোঁজ খবর নেব। আমরা চাই আমাদের সন্তানেরা একজন সম্পূর্ন মানুষ হয়ে উঠুক। এই বড় হয়ে উঠার যাত্রায় আমরা ওদের সাহায্য করবো। কিন্তু কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রন করবো না' ।

আমার কাছে যত কিশোর কিশোরী সাহায্যের জন্য আসে তাদের একটিই কথা 'আমার বাবা মা আমার সব কিছু কন্ট্রোল করতে চায়। কি খাব,কি পড়বো, কোথায় যাব, কার সাথে কথা বলব, ভবিষ্যতে কি হবো এই সব কিছুই বাবা মা ঠিক করে দিতে চায় । আমি কেন আমারটা ঠিক করতে পারবো না? আমি তো একজন মানুষ। আমারও তো নিজের পচ্ছন্দ আছে। আমি কি পুতুল' ? আমি ওদের কষ্টটা বুঝি। কিন্তু বাবা মা কি সত্যিই কন্ট্রোল করে নাকি নিজেদের শংকা, ভয় আর দু:শ্চিন্তাকে দূর করার জন্য ছেলে মেয়েকে আকড়ে ধরতে চায়? আসলে যা হয় তা হলো সন্তান যত বড় হয় বাবা মার মধ্যে তৈরী হয় 'সেপারেশান এংজাইটি ' । বাবা মা ভাবে যে তারা তাদের

সন্তানদের হারাচ্ছে। তারা বুঝতে চায় না যে তাদের সন্তানেরা ধীরে ধীরে নিজেদের জগত তৈরী করছে। এই জগতটির তিনটি অংশ। প্রথম অংশ সর্ব সাধারনের জন্য খোলা। বাবা, মা, ভাই-বোন আত্মীয় ,বন্ধু- বান্ধব, শিক্ষক সবাই এই জগতের খবর পায়। যেমন আপনার সন্তান কি পড়াশোনা করছে, অবসরে কি করে যেমন নাটক, খেলাধূলা, আবৃতি ,গান ইত্যাদি। এবার বলি দ্বিতীয় অংশের কথা। দ্বিতীয় অংশে সবার প্রবেশাধিকার নেই। সেখানে কেবল আপনার সন্তানের বন্ধুদের আনাগোনা। বন্ধুদের সাথে ওরা বেড়ে উঠে। জগতের এবং বেড়ে উঠার নানা কৌতুহল আর উত্তেজনা তখন তাদের সাথী। এই অংশে যদিও ওরা চায়না যে অন্য কেউ ওদের কথা জানুক- তবে বাবা, মা, ভাই, বোন সেই জগতের কিছুটা আঁচ করতে পারে। আর তৃতীয় অংশে কারো প্রবেশাধিকার নেই। এই জগতে কেবল আপনার সন্তানের প্রবেশাধিকার। এখানে ও কাউকে ঢুকতে দিবে না। এটা ওর নিজের জগৎ। নিজের সাথে নিজে সারা দিন কথা বলে, দিবা স্বপ্ন দেখে। একা একা কত কিছু ভাবে, কত কিছু বলে! ওর ইচ্ছে হলে এই জগতের কিছু কথা অন্য কাউকে বলতে পারে। কিন্তু কাউকে সে এই জগতে প্রবেশ করতে দিবে না। এটা কেবলই ওর জগৎ।

আপনার সন্তান এই যে তিনটি জগৎ বানিয়ে নিয়েছে এতে দোষের কিছু নেই। এটা বেড়ে উঠার সাধারন প্রক্রিয়া। সমস্যা হচ্ছে যখন ওর তিন জগতেই আপনি উঁকি মারতে চান।

'না না এটা ঠিক বলনি' ভাবীর সোজা সাপটা উত্তর। 'ওর জগৎ তো আমাদের নিয়ে'।

ভুলটা এখানেই। আমাদের সন্তান যদি কেবল আমাদের বলয়ে বেড়ে উঠে তাহলে সে জগৎ এর বিশাল বলয়ে হিমশিম খাবে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ ভিন। তাদের পচ্ছন্দ অপচ্ছন্দের বিষয় গুলোও ভিন। পিতা মাতা হিসাবে আমরা ওদের আমাদের ভাল গুণগুলো দিয়ে প্রভাবিত করতে পারি। কিন্তু যখনই ওদের কন্ট্রোল করতে চাইবো তখনই শুনতে হবে, 'আমার কি কোন স্বাধীনতা নেই ?আমার কি কোন প্রাইভেসী নেই ?

এবার ভাবীর করুন আর্তী,' তাহলে কি করবো ?

আমি বলি, 'ওদের ভাষা বুঝার চেষ্টা করুন। ওরা অনেক কিছু বলতে চায় । ভাবুন তো সেই কথাগুলো যদি বাবা- মা না বুঝে তাহলে ওরা কোথায় যাবে ?'

পুনশ্চ : প্রিয় অষ্ট্রেলিয়া'র আয়োজনে যারা ভোট দিয়ে আমাকে প্রিয় লেখক নির্বাচন করেছেন তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। লেখকের কাছে পাঠকগন দেবতাতুল্য। আমরা আমাদের লেখা দিয়ে তাদের তুষ্ট করতে চাই কেবল তাদের সন্তুষ্টির জন্য। যারা ফোন করে, চিঠি লিখে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ। যারা মনে মনে শুভেচ্ছা জানিয়েন তাদের মনের গুঞ্জন আমার কানে এসেছে। তা না হলে এতো ভোট কে দিল ?

জন মার্টিন

মনোবিজ্ঞানী

Email: myinnerforce@gmail.com